টরন্টো স্টারে বাংলাদেশ এবং ‘হিমশীতল’ এক উপাখ্যান

শওগাত আলী সাগর, *টরন্টো থেকে*

শাহিদুল ইসলাম মিন্টু ঢাকায় সাংবাদিকতা করতেন, ক’দিন হলো ইমিগ্রেশন নিয়ে টরন্টো এসেছেন। বেশ ক’টি বই প্রকাশিত হয়েছে তার। ঢাকায় প্রোডাকশন হাউজ করেছিলেন, টেলিভিশনের জন্য অনুষ্ঠান বানাতেন। সাত সকালে টেলিফোনে মিন্টুর সঙ্গে আলাপচারিতায় সঙ্গত কারণেই উঠে এসেছে বাংলাদেশের মিডিয়ার কথা। মিন্টু বলছিলেন, বাংলাদেশের মিডিয়া জগতে এক ধরনের বিপ্লব শুরু হয়েছে। নব্বইয়ে স্বৈরাচার এরশাদের পতনের পর বাংলাদেশে সংবাদপত্র প্রকাশের হিড়িক পড়ে গিয়েছিল। এখন টেলিভিশন চ্যানেল খোলার হিড়িক চলছে। নতুন নতুন পত্রিকা, নতুন নতুন টিভি চ্যানেল, উচ্চ বেতন- এসব শুনতে শুনতে দেশে থাকা আমার সাবেক সহকর্মীদের নিয়ে এক ধরনের ঈর্ষা বোধ করি আমি। আনন্দিত হই এই ভেবে যে, সংবাদপত্রকর্মীরা তাহলে দেশে প্রাপ্য সম্মান, সুযোগ-সুবিধা পেতে শুরু করেছে। মিন্টু বলে, দেশে ফিরে যাবেন সাগর ভাই? দেশের মিডিয়ায় এখন কোয়ান্টিটি হচ্ছে, কোয়ালিটি নেই।’

টেলিফোন রেখে হাত বাড়াই এখানকার পত্রিকাগুলোর দিকে। রোববারের টরন্টো স্টারের প্রথম পাতা দখল করে নিয়েছে পাকিস্তান, কাশ্মীর, আফগানিস্তানে ভয়াবহ ভূমিকম্পে হাজার হাজার লোকের মৃত্যুর খবর। বীভৎস সব ছবি আর হাহাকারের খবর। টরন্টোতেও এসে ধাক্কা লেগেছে সেই হৃদয়ভেদী আর্তচিৎকারের। টরন্টোর অধিবাসীদের মধ্যে পাকিস্তান, আফগানিস্তানের লোকসংখ্যা অনেক। ফলে স্বজনদের চিন্তায় উদ্বেগাকুল অভিবাসীরা সঙ্গত কারণেই মিডিয়ায় গুরুত্ব পেয়েছে। তাছাড়া টরন্টোর এনজিও ও বেসরকারি সংগঠনগুলোও প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছে ভূমিকম্পে সহায়তা করার। এসবের বাইরেও পাতা উল্টাতেই এক জায়গায় চোখ আটকে যায়। হ্যাঁ, বাংলাদেশই তো। টরন্টো স্টারের প্রায় পুরো পাতা জুড়ে বাংলাদেশ নিয়ে প্রতিবেদন।

মূলধারার পত্রপত্রিকাগুলোয় বাংলাদেশের খবর তেমন একটা ছাপা হয় না। বাংলাদেশে জঙ্গীবাদের বিস্তার, অব্যাহত বোমা হামলা- এসব নিয়ে আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় তোলপাড় হয়ে গেলেও কানাডীয় মিডিয়া এ ব্যাপারে কখনোই তেমন একটা আগ্রহ দেখায়নি। এমনকি সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রাণনাশের চেষ্টার ঘটনাটিও পত্রপত্রিকাগুলো ভেতরের পাতায় টুকরো সংবাদ হিসেবে ছেপেছে। টেলিভিশনে এসব খবর প্রচারিত হয়েছে বলে শোনা যায়নি। গত বছর বাংলাদেশের বন্যা, ঘূর্ণিঝড়ের খবর টেলিভিশনগুলোয় গুরুত্বসহকারে প্রচারিত হয়েছিল। চ্যানেল আইর ফুটেজ নিয়ে বন্যার চালচিত্র দেখিয়েছে সিবিসি। পত্রিকাগুলোয় খবর ছাপা হয়েছে ছোট্ট করে ভেতরের পাতায়। সেই বন্যায় বাংলাদেশ ভেসে যাচ্ছে, ডুবে যাচ্ছে এমন সচিত্র খবর প্রকাশিত হওয়ার পরও কানাডায় বসবাসরত বাংলাদেশীদের প্রতিক্রিয়া নিয়ে মাথা ঘামায়নি কানাডীয়ান মিডিয়া। ড্যানফোর্থে প্রধান সড়কের পাশে ইংরেজি হরফে ব্যানার টানিয়ে বাংলাদেশের বন্যা উপদ্রুতদের জন্য তহবিল সংগ্রহ কিংবা যুদ্ধাপরাধী দেলাওয়ার হোসাইন সাইদীর টরন্টো সফরের প্রতিবাদে স্বতঃস্ফূর্ত সমাবেশের চিত্রটি পথচারীদের মধ্যে কৌতূহল তৈরি করলেও মূলধারার মিডিয়াকে আগ্রহী করতে পারেনি।

প্রতিবেশী ভারত কিংবা পাকিস্তান এখন আন্তর্জাতিক বলয়ে নানা কারণে আলোচিত, সমালোচিত নাম। কানাডিয়ান মিডিয়ায়ও রয়েছে এসব দেশের সদর্প অবস্থান। এমনকি শ্রীলঙ্কার ঘটনাপ্রবাহও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কানাডীয় মিডিয়ার কাছে। ‘গুরুত্বহীন’ কেবল বাংলাদেশ। সেই ‘গুরুত্বহীন’ বাংলাদেশই হঠাৎ করে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে কানাডার প্রভাবশালী দৈনিক পত্রিকা টরন্টো স্টারের কাছে। আমি দ্রুত চোখ বুলাতে থাকি রিপোর্টটির ওপর। সাংবাদিকদের জন্য শীতল সময় বা ‘চিলিং টাইমস ফর জার্নালিস্টস’ শিরোনামে প্রকাশিত এ রিপোর্টটির সঙ্গে ফিরোজ চৌধুরীর তোলা একটি ছবি ছাপা হয়েছে। মারমুখো দুই পুলিশ তাড়া করছে এক মহিলাকে। মহিলারর ঠিক মাথার ওপর এক পুলিশের উদ্ধত লাঠি। পেছনে আরেকজন মারমুখি পুলিশ, হাতের লাটিটি সজোরে ধাবিত হচ্ছে মহিলার পশ্চাৎদেশ বরাবর। অসহায় মহিলা নিজের দুহাত মাথার উপর তুলে ধরে যেন বা নিজেকে বাঁচাতে চাইছেন নির্মম পুলিশী নির্যাতনের হাত থেকে। খানিকটা পেছনে ক্যামেরা উপরে ধরে দৃশ্যটিকে ধরে রাখার চেষ্টা করছেন আরেক আলোকচিত্র সাংবাদিক। ছবির নিচে ক্যাপশনে বলা হয়েছে- ‘গত বছর রাজধানী ঢাকায় সরকারবিরোধী সমাবেশের খবর সংগ্রহ করতে আসা সাংবাদিকদের ওপর পুলিশি নির্যাতনের দৃশ্য ধারণ করছে প্রেস ক্যামেরা।’ টরন্টো স্টারের পুরো পাতার প্রতিবেদনের চেয়েও এই ছবিটি ‘বাংলাদেশকে একটি নিপীড়নমূলক রাষ্ট্র হিসেবে’ প্রমাণের জন্য যথেষ্ট।

ঢাকা থেকে শেখ আজিজুর রহমানের পাঠানো এই রিপোর্টটিতে বলা হয়েছে, মুসলিম মৌলবাদী গোষ্ঠী, রাজনৈতিক দল, সরকার ও পুলিশসহ সরকারের নানা এজেন্সির হাতে গত এক যুগে বাংলাদেশে অন্তত ১৯ জন সাংবাদিক প্রাণ হারিয়েছেন। আহত হয়েছেন ৮ শতাধিক। গত ১০ বছরে

পুলিশ এসব ঘটনায় ১ হাজারের বেশি মামলা নিবন্ধন করলেও এর কোনোটিই এখন পর্যন্ত নিষ্পত্তি হয়নি।

টরন্টো স্টারের প্রতিবেদনটিতে প্রতিবেদক কিন্তু নিজে দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি কিংবা সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিয়ে কোনো মন্তব্য করেননি। তবে বিভিন্ন সময়ে নির্যাতিত কিংবা হুমকির শিকার হওয়া কয়েকজন সাংবাদিকের অভিজ্ঞতা ও মন্তব্য তাদের জবানিতেই তুলে ধরা হয়েছে। আর তাতেই প্রকাশ পেয়েছে দেশটির নাগরিকদের নিরাপত্তাহীনতার এক ভয়াল চিত্র। টরন্টো স্টারের প্রতিবেদনে মৌলবাদী জঙ্গি গোষ্ঠী এবং সরকারি নানা সংস্থার পাশাপাশি রাজনীতিবিদরাও এখন সংবাদপত্রের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

দক্ষিণাঞ্চল সাতক্ষীরার আট সাংবাদিককে প্রাণনাশের হুমকি ও কাফনের কাপড় পাঠানোর ঘটনাটি ব্যাপক গুরুত্ব পেয়েছে এই প্রতিবেদনে। এতে বলা হয়েছে, মৃত্যু পরোয়ানা পাওয়া এই আট সাংবাদিকের মধ্যে পাঁচজনই ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক।

রিপোর্টটি শুরু হয়েছে গল্পের মতো করে। 'মেরুদন্ডের শিরদাঁড়া বেয়ে ঠান্ডা স্রোত নেমে যায় বাংলাদেশী সাংবাদিক মিজানুর রহমানের। ডাকে আসা প্যাকেটটি খুলেই তিনি বিস্ময়ে থ বনে যান। ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে চমৎকার করে ভাঁজ করা সাদা ফিনফিনে এক টুকরো কাপড়। কাফনের কাপড়। ইসলামী রীতিতে একজন মানুষের মৃত্যুর পর তার দাফনের জন্য ব্যবহৃত হয় এই কাপড়টি। বাক্সের সঙ্গে রয়েছে একটি চিঠি। ইসলামবিরোধী লেখালেখির জন্য তোমার জীবনের মেয়াদ ফুরিয়ে এসেছে, শিগগিরই তোমার কাফনের কাপড়ের প্রয়োজন হবে।' টরন্টো স্টারের প্রতিবেদনের শুরুর কথাগুলো ঠিক এরকমই।

জনকণ্ঠের প্রতিনিধি মিজানুর রহমানই শুধু নন, বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের আটজন সাংবাদিকের কাছেই পৌঁছে দেওয়া হয় মৃত্যুর পরোয়ানা এবং কাফনের কাপড়। পত্রিকাটির রিপোর্ট অনুসারে, ধর্মীয় মৌলবাদী গ্রুপ জাগ্রত মুসলিম জনতা বাংলাদেশ, আহলে হাদিস, ক্ষমতাসীন সরকারের অংশীদার ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের নেতাদের স্বাক্ষরে চিঠিটি ইস্যু করা হয়। এ চিঠিতে হুমকি দিয়ে বলা হয়, এই সাংবাদিকদের জবাই করা হবে। কারণ যারা দেশটিকে ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চান, এসব সাংবাদিকদের লেখা তাদের আক্রমণ করছে।

রিপোর্টটিতে দৈনিক প্রথম আলোর সাতক্ষীরা প্রতিনিধি কল্যাণ ব্যানার্জীর বক্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েছে। আটজনের মধ্যে তাঁকেও মৃত্যুর পরোয়ানা পাঠানো হয়েছে।

বাংলাদেশে জঙ্গীবাদের বিস্তার, অব্যাহত বোমা হামলা- এসব নিয়ে আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় তোলপাড় হয়ে গেলেও কানাডীয় মিডিয়া এ ব্যাপারে কখনোই তেমন একটা আগ্রহ দেখায়নি। এমনকি সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রাণনাশের চেষ্টার ঘটনাটিও পত্রপত্রিকাগুলো ভেতরের পাতায় টুকরো সংবাদ হিসেবে ছেপেছে

সাম্প্রতিক সময়ে তিনি মৌলবাদীদের কার্যকলাপ নিয়ে বেশ কিছু সাহসী প্রতিবেদন করেছিলেন। কল্যাণ ব্যানার্জী টরন্টো স্টারকে বলেন, 'কাফনের কাপড়ের সঙ্গে পাঠানো চিঠিতে তারা আমাকে বলেছে, পবিত্র বাংলাদেশে হিন্দু ধর্ম চর্চার কোনো সুযোগ দেওয়া হবে না। বাংলাদেশের আগামী সংসদ নির্বাচনে কোনো হিন্দুকেই ভোট দিতে দেওয়া হবে না। কেউ যদি ভোট দিতে যায়, তাহলে তাদের জবাই করে মেরে ফেলা হবে।

গত বছরের অক্টোবর মাসে শেরপুর শহরে 'দুর্জয় বাঙলা' পত্রিকার সম্পাদককে জবাই করে হত্যা করা হয়। মৃত্যুর আগে তিনি 'রিপোর্টার উইদাউট বর্ডার'কে ফোন করে বলেছিলেন, অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিরা তাকে ফোন করে প্রাণনাশের হুমকি দিচ্ছে। সংঘবদ্ধ অপরাধী চক্রের সঙ্গে রাজনীতিবিদদের সম্পর্ক নিয়ে লেখালেখি বন্ধ করার জন্য তারা তাকে চাপ দিচ্ছিলো।

টরন্টো স্টার লিখেছে, পূর্ববাংলার কমিউনিস্ট পার্টি নামের নিষিদ্ধ ঘোষিত মাওবাদী একটি চরমপন্থি দল চারজন সাংবাদিককে হত্যার দায়-দায়িত্ব স্বীকার করেছে। তাদের ভাষায় এরা ছিল 'গরিবের শত্রু'। দুই ডজনেরও বেশি সাংবাদিক তাদের হিট লিস্টে রয়েছে বলে তারা ঘোষণা দিয়েছে।

টরন্টো স্টার লিখেছে, 'সাপ্তাহিক ২০০০'-এর নির্বাহী সম্পাদক গোলাম মোর্তোজাকে কিছু দিন আগে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিরা প্রাণনাশের হুমকি দিয়েছিল। টরন্টো স্টার কথা বলেছে তার সঙ্গে। যেখানে তিনি বলেছেন, রাজনৈতিক অঙ্গনে সংঘবদ্ধ অপরাধী চক্র গড়ে উঠেছে। সংঘবদ্ধ অপরাধ প্রবণতা, চাঁদাবাজি এবং মজুদদারি নিয়ে লেখালেখির কারণে সাংবাদিকরা তাদের আক্রোশের শিকার হচ্ছেন।

সুমী খানও একই কথা বলেছেন টরন্টো স্টারকে। অজ্ঞাতনামা অপরাধীদের হামলার শিকার হয়েছিলেন সুমী খান। সুমি বলেছেন, 'আমি ধর্মীয় মৌলবাদী গোষ্ঠী, মাফিয়া, অস্ত্রব্যবসায়ী, চোরাচালানীদের বিরুদ্ধে রিপোর্ট করার কারণে তাদের হামলার শিকার হয়েছি।' সারা দেশে এ ধরনের হামলা হচ্ছে এবং এটি স্বাধীন তথ্য প্রবাহের ক্ষেত্রে একটি বড় বাধা বলে তিনি মন্তব্য করেন।

টরন্টো স্টার লিখেছে, দুর্নীতির অবাধ বিস্তার, ক্রমবর্ধমান অপরাধ প্রবণতা, উগ্র মৌলবাদী জঙ্গিগোষ্ঠী নিয়ে রিপোর্ট লেখার কারণেই বাংলাদেশের সাংবাদিকরা এখন হুমকির শিকার হওয়ার পাশাপাশি, কিছু সাংবাদিক রাজীতিবিদ এবং তাদের গোপন কর্মকান্ড নিয়ে খবর লিখে তাদের রোষানলে পড়েছেন এবং নিরাপত্তাহীনতার শিকার হয়েছেন। বেসরকারি সংস্থা বাংলাদেশ সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট, জার্নালিজম অ্যান্ড কমিউনিকেশনসের প্রেসিডেন্ট নাইমুল ইসলাম খান এ প্রসঙ্গে টরন্টো স্টারকে বলেছেন, নির্বাচনের সময় সিংহভাগ রাজনৈতিক দলই নির্বাচনে জিততে গোপন রাজনৈতিক চক্রের সহায়তা নেয়। কেউ কেউ আবার অপরাধী চক্রের কাছ থেকে নির্বাচনী প্রচারণার জন্য অর্থ অনুদান নেয়, বিনিময়ে তাদের প্রোটেকশন দেয়। কাজেই সাংবাদিকরা যখন রাজনীতিবিদ আর অপরাধী চক্রের মধ্যকার এই যোগাযোগ, সম্পর্ক, লেনদেন প্রকাশ করে দেয় তখন তারাও জীবনের নিরাপত্তা সংকটে ভোগেন।

এক নিঃশ্বাসে টরন্টো স্টারের এই রিপোর্টটি পড়ে আমি ভাবতে বসি। কিছুক্ষণ আগেই শহিদুল ইসলাম মিন্টুর সঙ্গে বাংলাদেশের মিডিয়ার 'বসন্তকাল' নিয়ে কথা হচ্ছিল। কিন্তু টরন্টো স্টার দিলো এক 'হিমশীতল সময়ের' বয়ান। নিজের অভিজ্ঞতায় জানি, বাংলাদেশের সংবাদপত্র, সাংবাদিকতা এখন সত্যিই অনেক কঠিন কাজ। প্রতিনিয়তই দুর্ভোগ তাড়া করে ফেরে তাদের। তবু টরন্টো স্টারকে ধন্যবাদ দিতে চাই, নেতিবাচক দিক থেকে হলেও তারা বাংলাদেশ নামের আমার প্রিয় মাতৃভূমিকে গুরুত্ব দিয়েছে। ভবিষ্যতে সুন্দর বাংলাদেশের কোনো সংবাদও তারা হয়তো আমাদের উপহার দেবেন। তাদের নজর প্রসারিত হবে কানাডায় বসবাসরত বাংলাদেশী কমিউনিটির দিকেও।